মানব সম্পদ উন্নয়ন ও অব্যাহত শিক্ষা

ক্রয়াধীন রয়েছে। তবে প্রাথমিক
াফল মোতাবেক ধারণা করা হচ্ছে
৯৮ সালের শেষার্ধে দেশের বয়স্ক
ক্ষরতার হার শতকরা ৫৬ ভাগে
ছেছে।

নানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর এখন
ক্ষরতার বিস্তারের পাশাপাশি অর্জিত
ক্ষরতার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য
জ করছে। বলা বাহুল্য, সাক্ষরতার
য়িত্বের সাথে অব্যাহত শিক্ষার
য়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
্যাহত শিক্ষা অভিধাটি জীবনব্যাপী
া হিসেবেও পরিচিত। অব্যাহত
ার লক্ষ্যদল সকল মানুষ হলেও
্যাদেশের বিরাজমান সাক্ষরতা
স্থিতিতে তা নব্য সাক্ষর ও গ্রামীণ
সাক্ষরদের জন্য প্রণীত ও
বায়িত হচ্ছে।

াহত শিক্ষা একটি বিস্তৃত বিষয়
শুরু আছে শেষ নেই। তবু
াষজ্ঞরা একে বিভিন্ন স্তরে ভাগ
ছেন; যেমন ঃ সাক্ষরতা উত্তর
ক্রম, আয় সৃজনী কার্যক্রম,
্যতমুখী কার্যক্রম, জীবন মান
ন কার্যক্রম ইত্যাদি। অব্যাহত

ক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি সাক্ষর
াজ বিনির্মাণের মাধ্যমে মানব
পদের উন্নয়ন। দেখা যাচ্ছে অব্যাহত
ক্ষা মূলতঃ একটি সমন্বিত কর্মকান্ড
মধ্যে অর্জিত সাক্ষরতার চর্চা
কে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের আয়
ক্ষমূলক পেশাগত প্রশিক্ষণ ও ব্যক্তির
বনমান উন্নয়ন পর্যন্ত অন্তর্ভূক্ত।
ক্ষরতা সেবার সাথে সাথে অব্যাহত
ক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে
জন ব্যক্তি তার নিজের, সমাজের
ং জাতির উন্নয়নে অর্থবহ
শগ্রহণের মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা
তে পারেন।

ধিদপ্তরের বর্তমান কর্মকান্ড

দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত
লে মৌলিক সাক্ষরতা কর্মসূচীর
ষে বিভিন্ন মেয়াদের সাক্ষরতা উত্তর
সূচীর বিধান আছে যাতে
সাক্ষরগণ একদিকে অর্জিত
সাক্ষরতার চর্চা নিশ্চিত করতে পারেন অন্যদিকে সাক্ষরতাকে তার নিজ প্রয়োজনে দৈনন্দিন জীবন জীবিকা নির্বাহে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারেন।

এর বাইরে দেশের ৬৪টি জেলায় গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্র নামে ৯৩৫টি গ্রামীণ পাঠাগার তথা অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্র ১৯৯৪-৯৫ সাল থেকে পরিচালিত হয়ে আসছে। এসব কেন্দ্রে সাক্ষরতা চর্চার সুযোগের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণও পরিচালিত হচ্ছে। কয়েক ধরনের আন্তঃকক্ষ ক্রীড়া সামগ্রী থাকার কারণে এসব কেন্দ্র গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বিনোদন চাহিদারও খানিকটা পূরণ করছে।

বিভিন্ন সমীক্ষায় বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচীর ভূমিকা ও লক্ষ্যদলের উপর তার প্রভাব প্রশংসিত হলেও প্রতিনিয়ত বর্ধনশীল সাক্ষরতা চাহিদার তুলনায় তা অপর্যাপ্ত। এছাড়া অর্জিত সাক্ষরতার সাথে ব্যক্তির অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অর্থবহ সম্পৃক্তি ঘটাতে হলে, বর্তমান ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর, বিস্তৃত ও যুগোপযোগী করে ঢেলে সাজাতে হবে।

বাংলাদেশ সরকার আগামী ২০০৬ সালের মধ্যে নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে রাজনৈতিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিভিন্ন বিশ্লেষণে দেখা গেছে সাক্ষরতা বিস্তারের বর্তমান ধারা অব্যাহত রাখা গেলে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সম্পূর্ণ সাক্ষরতা অর্জিত হতে পারে। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আগামী ২০০১/২০০২ সাল নাগাদ বর্তমান বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৮৪ শতাংশে পৌছুবে। ইপ্সিত সাক্ষরতার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা এখন সরকারের সামনে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে। মূলতঃ এর উপরও নির্ভর করছে মানব সম্পদ উন্নয়ন।

আগামী শতকের গোড়ার দিকে অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণের সাথে কয়েকটি বিষয় মনে রাখা দরকার। যেমনঃ

১. ২০০১/২০০২ সালে সাক্ষরতার হার হবে ৮৪ শতাংশ।

২. ২০০০ সালের শেষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হার হবে ৯৫ শতাংশ এবং ঝরে পড়ার হার দাড়াবে ৩০ শতাংশে।

৩. আগামী শতকের বিশ্ব হবে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার

৪. একুশ শতকে মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে।

উপরোক্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় আগামী শতকে মৌলিক সাক্ষরতার চেয়ে অব্যাহত শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বাড়বে। এ স্বল্প পরিসরে মৌলিক সাক্ষরতা কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা হয়তো থেকে যাবে, তবে তখন অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মকান্ড হবে কার্যকর অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ। আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে সমতা স্থাপন, বাজারের চাহিদা মোতাবেক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও নব্যসাক্ষরদের বিভিন্ন প্রকারের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের চাহিদা পূরণ ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য সরকার তা উপলব্ধি করে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ ২০০০ সালের শেষার্ধে দেশব্যাপী চালুর লক্ষ্যে সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষার একটি প্রকল্প উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। বয়স্ক সাক্ষরদের তিন ধরনের ভূমিকাকে সামনে রেখে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। তা হলো নাগরিক, কর্মী ও অভিভাবক হিসেবে। এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হবে নব্য সাক্ষরদের অব্যাহত শিক্ষার সহায়তা প্রদান যাতে তারা নাগরিক দায়িত্ব (ভোট প্রদান, আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি) আরো ভালোভাবে পালনে সক্ষম হন; কর্মী হিসেবে উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কর্মসংস্থানের সুযোগের সদ্ব্যবহারে সক্ষম হন; এবং অভিভাবক হিসেবে পারিবারিক স্বাস্থ্যরক্ষা ও সন্তানের পড়াশোনা নিশ্চিত করতে সক্ষম হন।

বাণী

বর্তমান উন্নয়ন ব্যবস্থার কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে মানুষ। তাই আজ মানব সম্পদের উন্নয়ন দেশের সার্বিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা এখন সর্বজনস্বীকৃত। বিশ্বের সকল দেশে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশও ইতোমধ্যে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার দ্রুত ও কার্যকর বিস্তারের মাধ্যমে আগামী ২০০৬ সালের মধ্যে নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এদেশে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য নিবিড় সাক্ষরতা সম্প্রসারণ এবং যুগপৎ সাক্ষরতার স্থায়িত্ব ও ব্যক্তিজীবনে ব্যবহার নিশ্চিত করা আবশ্যক। অর্জিত সাক্ষরতার সঙ্গে ব্যক্তির অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কার্যকর সম্পৃক্তি ঘটিয়ে ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করাই আমাদের এখনকার চ্যালেঞ্জ। আর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকান্ড সে লক্ষ্যেই ধাবিত। এজন্য দেশের সুশীল সমাজসহ সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ আবশ্যক।

বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস '৯৯ উদযাপন বর্তমানে চলমান সাক্ষরতা অভিযান সফল করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অব্যাহত রাখবে। সকলের সম্মিলিত সহযোগিতায় আগামী ২০০০ সাল নাগাদ শতকরা ৬২ ভাগ বয়স্ক সাক্ষরতা ও ২০০৬ সাল নাগাদ সম্পূর্ণ সাক্ষরতা অর্জনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর সফল নেতৃত্বদানে সক্ষম হবে মর্মে আমি বিশ্বাস করি।

আমি বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস '৯৯ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

খন্দকার শহিদুল ইসলাম
মহাপরিচালক
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ

আগামী শতকের অব্যাহত শিক্ষা পরিকল্পনা

এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মানব সম্পদ উন্নয়নে সহায়তার লক্ষ্যে অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন একটি কঠিন দায়িত্ব। সরকার বা অন্য কোন একক সংস্থার পক্ষে তা সম্ভব নয়। এজন্য সরকারী বেসরকারী সংস্থাসহ সমাজের সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দের কার্যকর সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। সকলের সম্মিলিত সহযোগিতায় অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হলে নিম্নোক্ত কর্মকান্ড সম্পন্ন করতে হবেঃ-

ক) চাহিদা নিরূপণ

বাজার অর্থনীতির বিস্তৃতির প্রেক্ষাপটে নব্যসাক্ষর ও স্বল্পসাক্ষর, বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শিখন ও প্রশিক্ষণ চাহিদা যাচাই করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতার ভিত্তিতে উপযুক্ত কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি

পরিবর্তনশীল সাক্ষরতা ও শিক্ষা চাহিদার সাথে সংগতি রেখে সাক্ষরতা কুশলীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে নির্মাণাধীন জাতীয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা একাডেমী সাক্ষরতা কুশলীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজনের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি এ সংস্থা নানামুখী গবেষণা পরিচালনা করবে যেন লব্ধ ফলাফল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রণয়নে ব্যবহার করা যায়। এজন্য প্রয়োজনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দেশী বিদেশী সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

গ) নেটওয়ার্ক সৃষ্টি

এদেশের সাক্ষরতা কর্মকান্ডের সাথে বিভিন্ন সংস্থা জড়িত। অনেক সংস্থা আবার সাক্ষরতা কর্মকান্ডের কার্যকর সম্পৃক্তি ছাড়া অব্যাহত শিক্ষার অংশ হিসেবে নানান ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। বোধগম্য কারণে নব্য সাক্ষররা অনেক ক্ষেত্রে এসব প্রশিক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করতে পারছেন না। সাক্ষরতা সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাসহ প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা সমূহর মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করতে হবে যাতে নব্য সাক্ষর ও স্বল্প সাক্ষরদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা যায়।

ঘ) সমাজ উদ্বুদ্ধকরণ

মানব সম্পদ উন্নয়নে অব্যাহত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সমাজ উদ্বুদ্ধকরণ কর্মকান্ড পরিচালনার বিকল্প নাই। এখন পর্যন্ত সমাজ উদ্বুদ্ধকরণ কর্মকান্ডের লক্ষ্যদল হচ্ছে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র শিক্ষিত সমাজ। আগামী শতকে এ জাতীয় কর্মকান্ডের লক্ষ্যদল হবে সকল মানুষ। শ্রম ক্রয়কারী ভূস্বামীদের উদ্বুদ্ধকরণের বিষয়টিও মনে রাখতে হবে। এখন পর্যন্ত যে সব উদ্বুদ্ধকরণ কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছে তার প্রত্যেকটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্যে অন্যটির চেয়ে আলাদা। তদুপরি এসব কর্মকান্ড লক্ষ্য অর্জনে কতটা সফল বা আদৌ সফল কিনা তা কখনও যাচাই করা হয়নি। আগামী শতকের সমাজ উদ্বুদ্ধকরণ কর্মকান্ডের প্রয়োজনীয়তা ও প্রত্যাশিত ফলাফল বিবেচনায় প্রতীয়মান হয় যে, একটি বহুমাত্রিক ও সমন্বিত জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন আবশ্যক। কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সম্মিলিত সহযোগিতায় তা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির জন্য বিভিন্ন প্রকারের অবকাঠামোগত সংস্কার, আর্থিক নীতিমলা সংশোধন, ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিল্প স্থাপন ও সন্তোষজনক বৈদেশিক বিনিয়োগের ফলে সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধিসহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে লক্ষণীয় উন্নতি সাধিত হলেও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের পরিবর্তন আশানুরূপ হয়নি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তার মাত্রা বেড়েছে। দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন এখন উন্নয়ন পরিকল্পনা বিদদের কাছে রীতিমত একটি চ্যালেঞ্জ। উন্নয়ন কর্মকান্ডে এদের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করা গেলে দারিদ্র বিমোচনে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ উদ্যোগে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অনুঘটকের দায়িত্ব পালন করতে পারে। আমাদের আসলে একটি উৎপাদনমুখী অব্যাহত শিক্ষার মডেল উন্নয়ন খুব জরুরী যার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান ও দলীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। জনগণের ক্ষমতায়ন ও মানব সম্পদের উন্নয়ন তখনই নিশ্চিত হবে যখন ব্যক্তির অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সাক্ষরতার সম্পৃক্তি সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সম্বলিত একটি অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচীর সুযোগ সৃষ্টি করা যাবে।

দৈনিক বাংলা
তারিখ ... সেপ্ট. ০৪ ১৯৯৯
পৃষ্ঠা ... ৫ ...